সিপিকে চিঠি

পামেলা গোস্বামীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাকেশ সিং। এদিন তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্রকে চিঠি দেন।

নিম্ন আদালতে ফেরত গেল অমিত শা মামলা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : অমিত শা'র বিরুদ্ধে করা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলাটি নিম্ন আদালতে ফেরত গেল। বিধাননগরের বিশেষ আদালত এই নির্দেশ দেয়। ২২ মার্চ নগর দায়রা আদালতে ওই মামলার ফের শুনানি হবে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলাটিতে অমিত শা'র যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সেটি তাঁর বাড়ির নয়। ঠিকানাগত ত্রুটির কারণেই মামলাটি ফেরত পাঠানো হয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মানহানি করার অভিযোগে আদালতে মামলা করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে সমন যায়। সোমবার সকালে শা বা তাঁর প্রতিনিধিকে বিধাননগরের বিশেষ আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফে আইনজীবী ব্রিজেশ শা জানিয়েছেন, ওই সমন পাঠানো হয়েছিল রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর ৬ মুরলীধর সেন লেনের ঠিকানায়। তবে মামলাকারীকে চিঠি অভিযুক্তের ব্যক্তিগত ঠিকানায় পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, শা কলকাতার বাইরের বাসিন্দা হওয়ায় এবং ওই এলাকা সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচার বিভাগীয় এক্তিয়ারের বাইরে বলে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের আইনজীবী শুভজিৎ সাহা বলেন, 'আমরা অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানা আদালতে জমা দিয়েছি। তবে তা কলকাতার বাইরে হওয়ায় এই আদালত থেকে সমন পাঠানো যায় না বলে আমাদের জানানো হয়েছে।' সম্প্রতি অভিষেকের আরেক আইনজীবী সঞ্জয় বসু জানিয়েছিলেন, ২০১৮ সালের ১১ অগাস্ট কলকাতায় মেয়ো রোডে বিজেপির একটি জনসভায় শা'র মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছিল। ওই সভায় নিজের ভাষণে অভিষেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলেন তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর সেই বক্তব্য দেশের সর্বত্র সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল এবং তাতেই অভিষেকের সম্মানহানি হয় বলে সঞ্জয়বাবুর দাবি।

৬৬টি ধর্ষণ, ধৃত ডেলিভারি বয়

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : একজন-দুজন নয়, ৬৬ জন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। অবশেষে পুলিশের জালে ব্যান্ডেলের ডেলিভারি বয় বিশাল ভার্মা। চুঁচুড়ার বাসিন্দা এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে কেওটা ত্রিকোণ পার্ক এলাকায় হানা দিয়ে বিশালকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

অভিযোগ, জিনিসপত্র ডেলিভারির পর মহিলাদের ফোন নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করত সে। দিনের পর দিন ভিডিও কল করে নানা মহিলার ছবি তুলে রাখত বিশাল। তারপর শুরু হত ব্ল্যাকমেল। বিশালের এক বন্ধু সুমন মণ্ডলকেও এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চুঁচুড়ার ওই মহিলাকে একটি বহুজাতিক অনলাইন শপিং অ্যাপের তরফে জিনিস ডেলিভারি দিতে গিয়েছিল বিশাল। কথায় কথায় ফিডব্যাকের নামে ফোন নম্বর চেয়ে নেয় সে। সেখান থেকেই মেসেজ করে বন্ধুত্ব। তারপর ভিডিও কলে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাদের। ওই মহিলার অভিযোগ, এরপর ওই ভিডিও কলের স্ক্রিনশট দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে তাঁকে বাড়িতে ডাকে ছেলেটি। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। এরপর বন্দুক দেখিয়ে সমস্ত গয়নাও হাতিয়ে নেয় বিশাল।

শনিবার রাতে এক মহিলাকে একইরকমভাবে শাসানোর সময় চুঁচুড়া থানার পুলিশ হাতেনাতে বিশালকে গ্রেপ্তার করে। গোটা ঘরে তল্লাশি চালিয়ে অসংখ্য মহিলার ছবি পেয়েছে পুলিশ। বিশালের মোবাইলে এমন অজস্র ভিডিও রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, সে বন্দুক তাক করে মহিলাদের শাসাচ্ছে। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মেমরি কার্ডও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শাস্তির মুখে পাঁচ টিএমসিপি নেতা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : টুম্পা সোনা বিতর্কে কড়া শাস্তির মুখে পড়লেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পাঁচ নেতা। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে অভিযুক্ত ওই পাঁচ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতাকে আগামী ২ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। জানা গিয়েছে, পাঁচ নেতার মধ্যে একজন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক।

সরস্বতীপুজোর দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের আশুতোষ বিল্ডিংয়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, তারস্বরে টুম্পা সোনা গান বাজিয়ে কোমর দোলাচ্ছেন একদল পড়ুয়া। রীতিমতো উদ্দাম নৃত্য চলে ক্যাম্পাসে। প্রথমত করোনা পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরস্বতীপুজো এবং কোনও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে এসব কারা, কীভাবে করল, সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

ঘটনাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে যেতেই তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন।

কারখানা খোলার ঘোষণা নেই হতাশ শ্রমিকরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সাহাগঞ্জ (হুগলি), ২২ ফেব্রুয়ারি : ফের খুলবে সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা। হুগলি ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ফের কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। এই আশায় সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে লঞ্চঘাট দিয়ে কাঁকিনাড়া থেকে সাহাগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর সভায় হাজির হয়েছিলেন পীযূষ লাহা। আশাহত হয়ে বাড়ি ফিরে চললেন তিনি। মোদীর বক্তৃতায় কোনও আশার কথা পেলেন না।

পীযূষের বাবা একসময় ডানলপ কারখানায় কাজ করতেন। চাকরি থেকে অবসরের পর ছেলেকে কারখানায় ঢুকিয়ে দিতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন পীযূষবাবুর বাবা অনিমেষবাবু। কিন্তু অবসর নেওয়ার আগেই কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেকে আর এই কারখানায় ঢোকাতে পারেননি। ছোট্ট পানের দোকান করে সংসার চালান পীযূষবাবু। কয়েকদিন ধরেই বিজেপি নেতারা এলাকায় প্রচার চালাচ্ছেন, ফের হুগলি ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল সচল করতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ঘোষণা তিনি সাহাগঞ্জের সভা থেকে করবেনও। তা শোনার জন্যই দোকান বন্ধ রেখে পীযূষবাবুর মতোই হাজার হাজার মানুষ এদিন হাজির হয়েছিলেন ডানলপ কারখানার মাঠে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে হতাশ তিনি। তাই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষে বিফল মনোরথে বাড়ি ফেরার পথে স্পষ্টই হতাশ সুরে বললেন, 'নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা শুনতেই এদিন এসেছিলাম। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী হবে তা তো প্রধানমন্ত্রী বললেন না। তাহলে এসে কী লাভ হল?'

এদিন সকাল থেকেই ব্যান্ডেল মোড় থেকে আদি সপ্তগ্রাম পর্যন্ত জিটি রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য এদিন জিটি রোডে মাছি গলার অবস্থা ছিল না। আরপিএফ, এসপিজি, রাজ্য পুলিশের কড়াকড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই জিটি রোড ও গঙ্গার ধারের রাস্তায় অটো ও টোটো চলাচল বন্ধ ছিল। প্রতিটি দোকান ও আবাসনের সামনে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সভায় এক মহিলা দর্শকাসন থেকেই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তা নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছিল নিরাপত্তা আধিকারিকদের। প্রধানমন্ত্রীকে ওইরকম অবস্থার মধ্যে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য দর্শকদেরও দফায় দফায় নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। যে মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সভায় ভাষণ দিয়েছেন, তার পাশেই ছিল একটি ছোট মঞ্চ। সেখান থেকেই রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরিহিত কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবক সকাল থেকেই হাজির ছিলেন দর্শকদের ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে। সকাল থেকেই পলতা ঘাট, বাবুঘাট, তেলেনিপাড়া ঘাট, চন্দননগর ঘাট, চুঁচুড়া ঘাট ও হুগলি ঘাটে নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা থেকে আসা হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। ফলে এদিন সব রাস্তা মিশে গিয়েছিল সাহাগঞ্জের মাঠে।

দু'দিন আগেই বিজেপির এই রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা ফের খোলার চেষ্টা হবে। এদিন সাহাগঞ্জের মাঠে যাঁরা হাজির হন, তাঁদের প্রায় সকলেই গঙ্গাপাড়ের দুই শিল্পাঞ্চলকে সচল দেখার আশায় হাজির হয়েছিলেন। পাণ্ডুয়া থেকে সভায় এসেছিলেন মোতাহার হোসেন। তিনি বলেন, 'ধর্ম বা রাজনীতি বুঝি না। বামেরা এই রাজ্যে শিল্প ধ্বংস করেছিল। তৃণমূল আমলেও শিল্প আসেনি। আমরা কর্মসংস্থানের আশায় এই জনসভায় এসেছিলাম। কিন্তু, ভাষণ শুনে আমি চূড়ান্ত হতাশ।' বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে সভায় আসা বিপ্লব মিত্র বলেন, 'বিজেপি এই সভায় এনেছে। আমাদের চাহিদা একটাই, কর্মসংস্থান। কিন্তু ক্ষমতায় এলে ডানলপ বা অন্য কারখানা খুলবে কি না, তা নিয়ে তো প্রধানমন্ত্রী কিছু বললেন না।'

সকাল ১০টা থেকেই সাজো সাজো রব ছিল ডানলপ কারখানা চত্বরে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এমনিতেই এই চত্বরে ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর তা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বন্ধ হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া আবাসনের পাঁচিল ও জানলায় টাঙানো হয়েছে গেরুয়া ঝান্ডা। কারখানায় প্রাণ না থাকলেও এই আবাসন সংলগ্ন মাঠে যথেষ্ট প্রাণ ছিল। চারিদিকে বিজেপি নেতৃত্ব ঘোরাঘুরি করছেন। রং উঠে যাওয়া ডানলপ কারখানার গেটের সাইনবোর্ডে বড় বড় করে বিজেপির প্রতিশ্রুতি, 'ক্ষমতায় এলে ডানলপ কারখানা চালু করবে বিজেপি। গঙ্গাপাড়ের দুই শিল্পাঞ্চল ফের কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে।' বিজেপির এই আশ্বাস পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি করে দিল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ।

বিষাদের সুর শ্রমিকদের গলায়

> ধর্ম বা রাজনীতি বুঝি না। বামেরা এই রাজ্যে শিল্প ধ্বংস করেছিল। তৃণমূল আমলেও শিল্প আসেনি। আমরা কর্মসংস্থানের আশায় এই জনসভায় এসেছিলাম। কিন্তু, ভাষণ শুনে আমি চূড়ান্ত হতাশ।
>
> –মোতাহার হোসেন

> বিজেপি এই সভায় এনেছে। আমাদের চাহিদা একটাই, কর্মসংস্থান। কিন্তু ক্ষমতায় এলে ডানলপ বা অন্য কারখানা খুলবে কি না, তা নিয়ে তো প্রধানমন্ত্রী কিছু বললেন না।
>
> –বিপ্লব মিত্র

সবুজ পতাকা উড়িয়ে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর সূচনা। – এএফপি

মেট্রোর দক্ষিণেশ্বর যাত্রার সূচনা মোদির

সাহাগঞ্জ (হুগলি), ২২ ফেব্রুয়ারি : সাহাগঞ্জে রাজনৈতিক সভা মঞ্চ থেকেই রেলের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন বহু প্রতীক্ষিত নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর উদ্বোধনের পাশাপাশি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলেরও বেশকিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত তৃতীয় লাইন, আজিমগঞ্জ ও খাগড়াঘাট রোড শাখার দ্বিতীয় লাইন, হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ডানকুনি ও বারুইপাড়ার মধ্যে চতুর্থ লাইন এবং হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে রসুলপুর ও মগরার মধ্যে তৃতীয় লাইন।

এই রেললাইন চালু হওয়ায় হাওড়া-বর্ধমান শাখায় ট্রেন চলাচল যেমন আরও মসৃণ হবে, তেমনই কর্ড লাইনে ফ্রেট করিডরের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল বলে রেলের অফিসাররা মনে করছেন। তবে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো চলাচল শুরু হয়ে যাওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রোয় যেতে সময় লাগবে মাত্র ৬২ মিনিট। এখন কবি সুভাষ থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে মেট্রো চলাচল করে। কিন্তু, নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো আরও দ্রুতগতিতে চলাচল করবে। কারণ, এই রেলপথ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে পাতা হয়েছে। ফলে গড়ে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় চলাচল করলেও কোনও সমস্যা হবে না। নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো মাটির ওপর দিয়ে চলাচল করবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর প্রমুখ।

এদিন সাহাগঞ্জ থেকে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মেট্রো এই নতুন রেলপথের ফলে হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন। কলকাতা যাওয়া এখন আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য দীর্ঘদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু, এই প্রকল্পের জন্য এত দেরি হওয়া উচিত ছিল না। আমরা তাই দ্রুত এই প্রকল্প চালু করার দিকে নজর দিয়েছিলাম। সেই লক্ষ্যে আমরা সফল হয়েছি।' রেলমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এই রেল প্রকল্পগুলি উদ্বোধনে আমরা খুশি। এই প্রকল্প চালু হয়ে যাওয়ায় এই এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।' ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পরই এলসিডি স্ক্রিনে দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বর থেকে মেট্রো নোয়াপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। যা ক্যামেরাবন্দি করেন রেলের অফিসাররা। এই প্রকল্প চালু হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষ যে উপকৃত হবেন, তা এদিনের ভাষণে ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এই প্রকল্প চালু হওয়ায় একদিকে কৃষকদের যেমন উপকার হবে, তেমনই সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন। বাংলার উন্নয়নে আমাদের সরকার পুরোপুরি লক্ষ রেখেছে। বাংলার মানুষের উন্নয়ন হলেই পূর্ব ভারতের উন্নয়ন সম্ভব।'

উদ্বোধনের তালিকা

- মেট্রো চলাচলে উপকৃত হবেন ১০ লক্ষ মানুষ
- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত সময় লাগবে ৬২ মিনিট
- চালু হল আজিমগঞ্জ ও খাগড়াঘাট রোড শাখার দ্বিতীয় লাইন
- কলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত তৃতীয় লাইন

মেট্রো স্টেশন যেন ভবতারিণীর মন্দির

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বোঝা দায় যে, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে ঢুকছি নাকি মেট্রো স্টেশনে। গেরুয়া রংয়ের মন্দির যেন দীর্ঘদিনের চেনা। ভেতরে ঢুকতেই আবারও চমক, ঢোকার মুখেই মা কালী, বাঁদিকে রয়েছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দ। উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহারে আলো ঠিকরে পড়ছে স্টেশনের প্রতিটি কোণ থেকে। মনে হবে, আর দশটা মেট্রো স্টেশন দূরে থাক, কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও এর ধারেকাছে আসে না। শুধু কী ধর্ম, তার সঙ্গে মিশেছে বঙ্গ সংস্কৃতির মিশ্রণ। দেওয়ালের বিভিন্ন ম্যুরাল ও ছবি যেন বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচায়ক।

কবি সুভাষ স্টেশন থেকে এতদিন মেট্রো রেল চলত নোয়াপাড়া পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে উদ্বোধনের পর মেট্রো রেলের গন্তব্যে জুড়ে গেল আরও দুটি স্টেশন। বরানগর ও দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরকে সাজানো হয়েছে ভবতারিণী মন্দিরের আদলে আর বরানগর স্টেশন মূলত বাঙালির সংগীত ও কলার পরিচয় বহন করছে। বরানগর স্টেশনে ঢুকলেই লিফটের সামনের দেওয়ালে ঝলমল করছে শিল্পকলা। সোজা উঠে গিয়েছে সিঁড়ি। তার বাঁদিকে খঞ্জনি, সেতার ও বংশীবাদকদের ছবি। ডানদিকে অত্যাধুনিক এসকালেটার, তার পাশেও ঝলমল করছে নানা বাদ্যযন্ত্রের ছবি। মাথার ওপরে উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহারে মডার্ন আর্ট। মঙ্গলবার থেকেই যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বরানগর ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশন।

লালার লাল ডায়ারি সামনে আনব : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাহাগঞ্জ (হুগলি), ২২ ফেব্রুয়ারি : 'এতদিন ছিল দুয়ারে সরকার। এবার হয়েছে দুয়ারে সিবিআই।' সোমবার হুগলির সাহাগঞ্জের জনসভা থেকে এভাবেই তৃণমূল তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কয়লা চোর, গোরু চোর, বালি খাদান, পাথর খাদানের মাফিয়ার বাড়িতে সিবিআই পৌঁছে গিয়েছে। এবার নতুন স্লোগান হরে কৃষ্ণ হরে হরে, ভাইপো যাবে শ্রীঘরে'।

এদিনের জনসভায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'বাংলায় সিন্ডিকেটরাজ চলছে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আসছে। আর দলনেত্রী নিজেকে বাংলার মেয়ে বলে প্রচার চালাচ্ছেন। উনি যদি এতই উন্নয়ন করে থাকেন, তাহলে ভোটের আগে এভাবে সরকারকে বাড়ি বাড়ি যেতে হচ্ছে কেন?'

এবারের বিধানসভা ভোটে শুভেন্দু ও রাজীবকে যে বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। হলদিয়ার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু ও রাজীবের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলেছিলেন। সাহাগঞ্জের সভায় তার ব্যতিক্রম। এদিন মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী উঠতেই রাজীব ও উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল প্রধানমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ রাজীব ও শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই ভাষণে শুভেন্দু বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু তিনি তোলাবাজ ভাইপোকে রক্ষা করতে পারবেন না। এর মধ্যেই সিবিআই তাঁর বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছে। এবার ভাইপোকে শ্রীঘরে যেতে হবে। ব্যাংককের ব্যাংকে টাকার রসিদ আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম। এবার কয়লা পাচারকারী লালার লাল ডায়ারি সামনে আনব। তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

রাজীব বলেন, 'বাংলার বেকার যুবকরা আজ হতাশাগ্রস্ত। গত ১০ বছরে এই সরকার বেকারদের কথা ভাবেনি। শুধু কেন্দ্রের বিরোধিতা করে রাজ্যের উন্নয়ন হয় না। তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বোঝেনি। আমরা এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার চাইছি। তাই রাজ্যে বিজেপি সরকার চাই। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এবার রাজ্যে বিজেপির সরকার আসবে। দিদিমণি অনেক চেষ্টা করলেও বিজেপির সরকার গড়া তিনি রুখতে পারবেন না।'

হুগলির সাহাগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড়।

> মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু, তিনি তোলাবাজ ভাইপোকে রক্ষা করতে পারবেন না। এর মধ্যেই সিবিআই তাঁর বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছে। এবার ভাইপোকে শ্রীঘরে যেতে হবে।
>
> –শুভেন্দু অধিকারী

মার্চের শুরুতেই ভোটের দিন ঘোষণা

প্রথম দফার ভোটের সম্ভাবনা দোলের আগে

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে বিধানসভা ভোট মার্চের শেষে শুরু হয়ে চলবে এপ্রিল জুড়ে। ভোটের দিন ঘোষণা মার্চের প্রথম সপ্তাহেই। ২ মার্চ থেকে ৫ মার্চের মধ্যে যে-কোনো দিন নির্বাচন কমিশন তা ঘোষণা করতে চলেছে। দিল্লি থেকে রাজ্য নির্বাচন অফিসে কমিশনের এই বার্তা আসার পর জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের চার রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটের দিন ঘোষণার সম্ভাবনার ইঙ্গিত সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকেও মিলেছে। অসমে এদিন এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। অসমের নির্বাচনের দিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিন নিয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

অসমের ধেমাজিতে এক জনসভায় তিনি বলেন, 'আমি জানি আপনারা সকলে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন।' এরপরেই তিনি জানান, যতদূর মনে হচ্ছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহের যে কোনও দিন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দেবে। তিনি বক্তব্যের মাঝেই বলেন, 'আমরা ধরে নিতে পারি, ৭ মার্চের মধ্যে ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে যাবে।' তিনি জানিয়েছেন ভোটের ওই নির্দিষ্ট দিনের আগে তিনি নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলিতে বারবার আসবেন। এপ্রিলের মধ্যে ভোট শেষ হলে ধরে নেওয়া যায় মে মাসে বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হবে।

দোলের আগেই রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে পারে বলেই রাজ্য নির্বাচন অফিসে ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের। পাঁচ থেকে সাত দফায় ভোট হবে রাজ্যে। সেইমতো রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে কমিশনে। শলাপরামর্শ চলছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে। জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের সঙ্গেও এই নিয়ে কথা হচ্ছে। রাজ্যের সর্বত্র এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়েই ভোট করাবে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ গুরুত্ব এক্ষেত্রেই।

সূত্রের খবর, ২৮ ও ২৯ মার্চ দোল ও হোলি উৎসব। তার আগেই রাজ্যে একদফা ভোট করিয়ে নিতে চায় নির্বাচন কমিশন। সেক্ষেত্রে মার্চের প্রথম সপ্তাহের শুরুতেই ভোটের দিন ঘোষণা করতে হবে কমিশনকে। কারণ, ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ২১ দিন পরই ভোট করতে হবে। তা করতে হলে রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে পারে ২৫ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে যে-কোনো দিন।

সেটা হলে রাজ্যে বাকি কয়েক দফার ভোট হবে সারা এপ্রিল মাস জুড়ে। মাঝে ১ বৈশাখ নববর্ষ, রামনবমী ও মহাবীর জয়ন্তী রয়েছে। ওই দিনগুলি বাদ দিয়ে বিভিন্ন দফায় ভোট হবে রাজ্যে। আগামী মে মাসের শুরুতে রয়েছে সিবিএসই সহ বিভিন্ন পরীক্ষা। তার আগেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের চার রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোটপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

ভোটের হাওয়া

- ২৮ ও ২৯ মার্চ দোল ও হোলি উৎসব
- তার আগেই রাজ্যে একদফা ভোট করিয়ে নিতে চায় নির্বাচন কমিশন
- সেক্ষেত্রে মার্চের প্রথম সপ্তাহের শুরুতেই ভোটের দিন ঘোষণা করতে হবে কমিশনকে
- ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ২১ দিন পরই ভোট করতে হবে
- রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে পারে ২৫ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে

সিউড়ির খটঙ্গা গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ইডির নোটিশ পাননি প্রিয়দর্শিনী

মানহানি মামলার হুমকি পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে অসংগতির অভিযোগে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের বড় মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে ইডি নোটিশ দিয়ে তলব করেছে বলে সোমবার খবর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মাধ্যমে। এ বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, 'আমি কিছু জানি না। এখনও পর্যন্ত কিছু শুনিনি।' সোমবার পুরমন্ত্রী এবিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, তাঁর মেয়েকে পাঠানো কোনও নোটিশ তাঁরা পাননি। আক্রমণাত্মক হয়ে তিনি এও জানান, মিথ্যা প্রচার করা হলে তিনি মামলা করবেন।

রবিবার বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার হয় ইডি প্রিয়দর্শিনীকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রিয়দর্শিনীর স্বামী ইয়াসির হায়দার একাধিকবার বিদেশে গিয়েছেন। সেই সূত্রেই বিদেশে টাকা পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই খবর নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মুখ খোলেন প্রিয়দর্শিনী নিজেও। ইডির নোটিশ পাঠানোর যে খবর ছড়িয়েছে, তাকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি।

প্রিয়দর্শিনী লেখেন, 'আমার বাবা রাজনীতিক। তাঁকে বদনাম করতেই এই ধরনের অপপ্রচার করা হচ্ছে। তাঁকে হেনস্তা করতে আমাকেও টেনে আনা হচ্ছে। কারণ, ছেলেমেয়েরাই বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। বিরোধীদের হেনস্তা করতে আমাদের দেশের সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করছে।'

মেট্রো ডেয়ারির শেয়ার ঘিরে যে 'দুর্নীতির অভিযোগ' আছে তার সঙ্গে প্রিয়দর্শিনীকে নোটিশ পাঠানোর কোনও সম্পর্ক আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে ফিরহাদ বলেন, 'ও যে চাকরি করে তার সঙ্গে মেট্রো ডেয়ারির কোনও সম্পর্কই নেই। শুধু শুধু ওকে জড়ানো হবে কেন?' তাহলে কি অভিষেকের স্ত্রী রুজিরার মতো তাঁর মেয়েকেও নোটিশ দেওয়ার পিছনে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে পুরমন্ত্রী বলেন, 'সোমবার সকাল পর্যন্ত আমরা কোনও নোটিশ পাইনি। বিজেপির মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে, চাইলে ওরা মামলা করতেই পারে। সেক্ষেত্রে আদালত রয়েছে। সেখানেই বুঝে নেব।'

সংক্রমণ নিয়ে সতর্কতা মমতার

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : মুর্শিদাবাদের নিমতিতা রেলস্টেশনে বোমার আঘাতে আহত মন্ত্রী জাকির হোসেনকে দেখতে সোমবার ফের এসএসকেএমে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, অস্ত্রোপচারের পর আপাতত ভালো আছেন জাকির। এদিন তাঁকে উডবার্ন ওয়ার্ডে দেওয়া হবে। তবে করোনা পরিস্থিতিতে জাকিরের কাছে বেশি লোকজন আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, মন্ত্রী সহ নাসিবুল শেখ, মাসেন আলি ও সামিউল শেখ নামে যে চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়, তাঁদের অবস্থার নতুন করে অবনতি হয়নি। তাঁদের কারও অস্ত্রোপচার করতে হবে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, জাকিরের অস্ত্রোপচার সফল। তবে তাঁর শরীরের বেশ কিছু জায়গার চামড়া ঝলসে গিয়েছে।

কুণালের তোপ

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ডানলপের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিন্ডিকেট থেকে তোলাবাজি, কাটমানি থেকে অনুন্নয়ন- একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন। এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পালটা তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সিন্ডিকেটের কথা বলেছেন। অথচ সিন্ডিকেটের প্রধান মাথা সব্যসাচী দত্ত তো নরেন্দ্র মোদির লোক।'

এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে কুণাল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হিসেবে পুরস্কার দিয়ে স্বীকৃতি জানিয়েছে। আর এখন সমালোচনা করছে। দুটো মুখ দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।'

এদিন ডানলপের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'কৃষকদের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করতে দেয়নি।' এ নিয়ে কুণাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এখন কৃষক-দরদি সাজছেন। অথচ দিল্লিতে কৃষকদের সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না।'